জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ শিক্ষার্থী

এ বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ শিক্ষার্থী। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৪৭ হাজার ২৮৬। এ বছর জিপিএ-৫ এর শতকরা হার ১১.৮৩ ভাগ। গত বছর এ হার ছিল ৩.৫৪ ভাগ।

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ বছর শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭। পাশের হার শতভাগ।

গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও করোনাভাইরাসের মহামারীর কারণে তা আর নেওয়া যায়নি। সে কারণে অষ্টমের সমাপনী এবং এসএসসির ফলাফলের গড় করে ২০২০ সালের এইচএসসির ফল নির্ধারণ করা হয়েছে। পরীক্ষা ছাড়া ফল প্রকাশের জন্য আইনও সংশোধন করতে হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অফিস’র উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নির্বাচনী অফিস এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে পৌর এলাকার মিয়াপাড়ায় এ নির্বাচনী অফিস এর উদ্বোধন করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

এ সময় তিনি বলেন নৌকা স্বাধীনতার প্রতীক, নৌকা বঙ্গবন্ধুর প্রতীক, নৌকা জননেন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতীক, নৌকা বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুনের প্রতীক।

আপনারা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারীর পৌর নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে আলমডাঙ্গা পৌর সভার উন্নয়নে সাহায়তা করবেন। আমি ইতোমধ্যে ৩৩টি

রাস্তার নির্মাণ কাজ শুরু করেছি, বৈশ্বিক মহামারির কারণে আমরা কিছুটা পিছিয়ে গেছি, তারপরও পানির লাইনের কাজ টেন্ডার হয়ে গেছে, ড্রেনের কাজ চলছে।

আগামীতে একটা নতুন মেগা প্রকল্পে আমরা ঢুকবো, সেটা হলে আলমডাঙ্গা মডেল পৌর সভা হিসেবে আখ্যা পাবে। মানুষ মাত্রই ভুল ত্রুটি হয়, আমরও হতে পারে, আমি আপনাদের কাছে মনের অজান্তে যদি কোন ভুল করি তবে নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম। এছাড়াও, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন। সাবেক জেলা ছাত্রলীগের নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোল্লা আবু জাফরের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন,

জেলা মৎসজীবী লীগের আহবায়ক শাহাবুল হক, উপজেলা আহবায়ক রেজাউল হক, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানর রহমান, ওলিউল্লাহ, এ্যাডঃ মখলেছ উদ্দিন, মুছা হক, মাজেদ ভুইয়া, প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক, যুব লীগ নেতা কাজী চন্দন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদক হাসানুজ্জামান, আব্দুল মজিদ, সোনা উল্লা, মজিবুল হক প্রমুখ।

এরপর আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের অফিস উদ্বোধন করা হয়।

বারাদীতে আ: জলিল’র স্মরণে মিলাদ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে মিলাদ ও দোয়ার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার বাদ আছর বারাদী বাজারের ব্যবসায়ী

আবদুল জলিল, শাহাবদ্দীনও শাহাজানের মৃত্যুতে বারাদী বাজার কমিটির উদ্যোগে মিলাদও দোয়ার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বারাদী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ, সাবেক পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি নাজিম উদ্দিন পন্ডিত, আহসান হাবিব ছোট, আনিসুর রহমান, ছমির উদ্দিন, আঃ মাবুদ।

দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি মাওলানা মাসুদুর রহমান।

দামুড়হুদায় দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন দামুড়হুদা সদর ইউপি নির্বাচনের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হাজি আব্দুল কাদির। তিনি চলতি বছরে শীতের শুরু থেকেই ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে অসহায় গরীব দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় তিনি গত বৃহস্পতিবার ইউনিয়নের উজিরপুর গ্রামের দ্বীঘপাড়া, মন্ডলপাড়া, মালোপাড়া, দোপেরপাড়া, খাসপাড়া, খলিফাপাড়া, গাংপাড়া, মাঠপাড়ায় ১২০ জন হতদরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করেন।

শীতবস্ত্র বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন উজিরপুর গ্রামের জাহিদুল ইসলাম, লিপন, মতিয়ার রহমান, সোহেল, শাহিন, শরিফুল, সামাদ প্রমুখ।

ঝিনাইদহে নীতিমালা বাস্তবায়ন বিষয়ক র্যালি

ভেজাল পণ্য বিক্রয় থেকে বিরত থাকি নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করি, এই শ্লোগান দিয়ে ঝিনাইদহ জেলার প্রসাধনী ও মুদি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে র্যালী বের করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রসাধনী ও মুদি ব্যবসায়ী সমিতির ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি সুবির কুমার, সহ-সভাপতি মোঃ মনোয়ার হোসেন বাচ্চু, এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুক্তার হোসন। র্যালিটি বাস টার্মিনাল, আরাপপুর পায়রাচত্বর হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরিশেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরে বেড়েছে পর্যটক, হয়রানির কারণ পাখিভ্যান

স্বাধীনতার সূতিকাগার মেহেরপুরের মুজিবনগর। বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছিল এই ঐতিহাসিক স্থানে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই জায়গাটি দেখতে সারা বছরই পর্যটক আসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় চলতি শীত মৌসুমেও বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনা।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভ্রমণ পিপাসুরা আসছেন মুজিবনগর দেখতে। কিন্তু ভ্রমণের আনন্দে বাঁধ সেজেছে এখানকার ভ্যান চালকরা। পর্যটকদের গাড়ি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাখি ভ্যানে তোলা নিয়ে প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে যায় ভ্যান চালকদের। সীমান্ত বর্ডার দেখানোর নাম করে কয়েকটি গ্রাম ঘুরিয়ে পর্যটকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে টাকা।

কখনো কখনো রিজার্ভ করা ভাড়ার দ্বিগুন দাবি করে হয়রানি করছে পর্যটকদের। প্রতিনিয়তই ঘটছে এই ধরণের ঘটনা। এ নিয়ে অনেক সময়

পর্যটকদের সাথে ভ্যান চালকদের বাকবিতণ্ডার ঘটনাও ঘটেছে।

ঝিনাইদহ থেকে ঘুরতে আসা স্কুল শিক্ষক জামিরুল ইসলাম জানান, আমরা পিকনিক স্পটে বাস থেকে নামার সাথে সাথে কয়েকজন ভ্যানচালক বাসের কাছে হাজির হয়ে বর্ডার দেখতে নিয়ে যাবে বলে ভ্যানে তুলে নেই। তারপর মুজিবনগরের আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরিয়ে কয়েক ঘন্টা সময় পার করে আমাদের আবার পিকনিক স্পটে নামিয়ে দেয়। যেটা দেখতে এসেছি সেটাই দেখা হলো না।

নড়াইল থেকে পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসা রিফাত জানান আমরা এই প্রথম পরিবার সাথে করে ঘুরতে এসেছি। ভ্যানচালকরা বিভিন্ন জায়গা দেখাবে বলে ভ্যানে তুলে নেই। কিন্তু গ্রাম ছাড়া সেরকম কিছুই দেখাইনি। আর এর বিনিময়ে জন প্রতি ৫০ টাকা করে নিয়েছে। অথচ কথা ছিল সীমান্ত বর্ডার দেখিয়ে আনবে ৩০ টাকা ভাড়ায়। এত টাকা কেন নিচ্ছে জানতে চাইলে চালকের সাথে বাকবিতণ্ডা বেধে যায়।

কুষ্টিয়া থেকে আসা সাকিব, রায়হানসহ কয়েকজন দর্শনার্থীরা জানান, ভ্যানচালকরা মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স না দেখিয়ে, সোনাপুর, নাজিরাকোনা, জয়পুর নামের বিভিন্ন গ্রামের বর্ডারে নিয়ে যায়। এতে করে অনেক সময়ও নষ্ট হয়। কিন্তু মুজিবনগর কমপ্লেক্স এর ভিতর ভ্যান ঢুকতে না দেওয়ায় আমাদের সেই হেটেই মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ ঘুরতে হয়েছে। অযথা ভ্যানে চড়ে টাকাগুলো নষ্ট করা হলো। আমাদের যেটা বলে ভ্যানে তোলা হয়েছিল তার কোনটায় করেনি চালক।

এভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে পর্যটক হয়রানি কেন করা হচ্ছে জানতে চাইলে পাখী ভ্যানচালক ফয়জদ্দীন জানান, মুজিবনগর কমপ্লেক্সে ভাড়া মারার জন্য প্রায় ২ শত এর উপরে ভ্যান আছে। মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ভিতরে ভ্যান প্রবেশ করতে না দেওয়ায় এই সমস্যাটা হচ্ছে। ভিতরে ভ্যান প্রবেশ করতে দিলে এই সমস্যাটা আর থাকবে না।

ভ্যানচালকদের সর্দার বাশির আলী জানান, এর আগে সিরিয়ালের সময় তাদেরকে আমি লিড দিতাম। তবে এবার করোনার কারণে লোকজন না আসায় সিরিয়ালের প্রয়োজন হয় না। তাই এখন সকল ভ্যানচালকরা যে যার মত করে ভাড়ায় খাটছে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার জানান, বিষয়টি আমরা জানা ছিল না। পর্যটকরা যাতে হয়রানি না হয় সেজন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। প্রয়োজনে চালকদের সাথে সমম্বয় সভা করে নিয়ম মাফিক চলাচলের জন্য বলা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টায় গাড়ি থেকে করোনা ভাইরাসের টিকা (ভ্যাকসিন) কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এসে পৌঁছায়।

এ সময় সেখানে কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম ভ্যাকসিনগুলো বুঝে নেন। পরে ভ্যাকসিনগুলো সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ভ্যাকসিন সংরক্ষণাগারের ফ্রিজে রাখা হয়।

সূত্র জানায়, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারির পর কুষ্টিয়া জেলায় টিকা দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হতে পারে। সিভিল সার্জন এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, ‘খুলনা বিভাগে প্রথম জেলা হিসেবে কুষ্টিয়া জেলা টিকা গ্রহণ করল। প্রথম চালানে যে টিকা পাওয়া গেছে তাতে ৩০ হাজার মানুষকে দেওয়া যাবে। একই দিন মেহেরপুরসহ আরও পাঁচটি জেলায় এই টিকা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে’।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এসব টিকা সংরক্ষণের জন্য সিভিল সার্জন কার্যালয়ে আগে থেকেই পাঁচটি ফ্রিজ প্রস্তুত রাখা ছিল। উপজেলা পর্যায়েও এরকম ফ্রিজ প্রস্তুত রাখা আছে।

প্রথম চালানে গতকার শুক্রবার ভোরে পাঁচটি কার্টুন পাওয়া গেছে। প্রতিটি কার্টুনে এক হাজার ২০০ ভায়েল (শিশি) টিকা রয়েছে। প্রতিটি কার্টুনে ১২ হাজার ডোজ টিকা আছে। এই টিকা ৩০ হাজার মানুষকে দেওয়া যাবে।

টিকা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদেরকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল, পুলিশ লাইনস হাসপাতালসহ জেলার পাঁচটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টিকা দেওয়ার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিভিল সার্জন এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, জেলায় করোনার টিকা সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, টিকা পাবেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়নসহ যাবতীয় কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টিকা ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে এসব কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে ইউএনওদের প্রধান করে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় সংসদ সদস্যদের কমিটিতে উপদেষ্টা করা হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুটি, জেলা হাসপাতালে চারটি বুথ

স্থাপন করা হবে।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদত্ত তথ্য মতে, কুষ্টিয়া জেলায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তিন হাজার ৮৫৯ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন তিন হাজার ৭৩৬ জন। আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ৮৬ জন।

ঝিনাইদহে করোনার ভ্যাকসিন পৌছেছে

ঝিনাইদহে প্রথম ধাপে ৬০ হাজার ডোজ করোনার ভ্যাকসিন পৌছেছে। শুক্রবার দুপুরে বেক্সিমকো কোম্পানীর ফ্রিজার ভ্যান যোগে ভ্যাকসিন পৌঁছায়। সিভিল সার্জনের কার্যালয় চত্বরে এ ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম। এসময় জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও ঔষধ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সিভিল সার্জন বলেন, প্রথম ধাপে ৫ টি কার্টুনে ৬০ হাজার ডোজ ভ্যাকসিন বুঝে নেওয়া হয়েছে। এটি ইপিআই ভবনের স্টোর রুমে রাখা হয়েছে। আগামী ১ এবং ২ ফেব্রুয়ারি সিভিল সার্জন অফিসে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পরবর্তীতে প্রশিক্ষকবৃন্দ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদাণ করবেন। আশা করছি আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারভুক্ত উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু হবে।

নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তায়

হরিণাকুণ্ডুতে ভোট

সকল প্রচারণা শেষে এবার ব্যালটের লড়াই তৃতীয় ধাপের নির্বাচনে ৩০ জানুয়ারী ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে চলবে ভোট গ্রহণ। যে শহর রাত ১২টা পর্যন্ত মাইক আর মিছিলের শব্দে মূখর থাকতো তা বন্ধ হয়ে গেছে ২৮তারিখ রাত ১২টা থেকে। এখন অপেক্ষা শুধু ভোট প্রয়োগের তারপর নির্ধারিত হবে কে পরবে জয়ের মুকুট।

নিরাপত্তার চাঁদরে ঢাকাথাকবে পুরা পৌর এলাকা নির্বাচনে এক প্লাটুন (স্ট্রাইকিং) বিজিবি ফোর্স টহলে থাকবে। ৫টি টহল টিমে প্রতি টিমে একজন ম্যাজিট্রেট থাকবেন, এছাড়াও ৯ টি কেন্দ্রে ৯ জন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সার্বক্ষানীক দায়িত্বে থাকবেন, সাথে পুলিশ, আনসার, ভিডিপি সদস্য প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমান নিয়োজিত থাকবে। শঙ্কা, ভয়হীন, অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রশাসন। এছাড়া দুদিন আগেই জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং অফিসার রোকনুজ্জামান বলেছেন ৩০ জানুয়ারী নির্বাচন চলাকালীন নিরাপত্তার চাঁদরে ঢাকা থাকবে হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার সকল কেন্দ্র ও তার আশপাশের এলাকা।

হরিণাকুন্ডু পৌরসভায় মোট ভোটার সংখ্যা ১৭ হাজার ৭৬ জন। মহিলা ৮৬৮৩ পুরুষ ৮৩৯৩জন । ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ০৯টি। পৌরসভায় মেয়র পদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, বিএনপি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও স্বতন্ত্রসহ ৪জন, সাধারণ কাউন্সিলর পদে ২৭জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ১১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেনে অনেক মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীগণ। তবে এমন শঙ্কা বা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ভোটাররা সেন্টারে গিয়ে তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন এটাই সকলের প্রত্যাশা।